দরকার যে, ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই এই দৃষ্টিভঙ্গী একটু একটু করে গড়ে উঠেছিল।

■ রেনেশাঁর সংজ্ঞা :

'রেনেশাঁ' কথাটির অর্থ নবজাগরণ। কোন একটি অবলুপ্ত সভ্যতার পুনরুত্থানকেই রেঁনেশাঁ বা নবজাগরণ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। প্রাচীন যুগে গ্রীক ও রোমানরা যে সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন। মধ্যযুগে তার অবলুপ্ত ঘটেছিল। গ্রীক সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শনের চর্চার অবসান ঘটেছিল। ফলে যুক্তিবাদের পরিবর্তে কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস মনকে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল। কয়েক শতাব্দী পর এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। মানুষের অনুসন্ধিৎসার কনে লুপ্ত প্রায়। গ্রীক ও রোমান সভ্যতার পুনরুত্থান ঘটে। একেই রেনেসাঁ বা নবজাগরণ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

* রেনেশাঁর কারন বা পটভূমি :

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে রেনেশাঁর কারণ ঘটেছিল তার পিছনে কতকগুলি কারণ দায়ী ছিল।

(i) কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের পতন :

১৪৫০ সালে কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের পতনের পর অটোমান তুর্কিরা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যকে দখল করে। এর ফলে সেখানকার জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিজেদের প্রাচীন পুঁথি ও সাহিত্যগুলিকে নিয়ে ইউরোপে চলে যায়। এই প্রাচীন পুঁথি ও সাহিত্যগুলি ইউরোপে নতুনভাবে পাঠিত হয়। ফলে প্রাচীন জ্ঞান চর্চার সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান চর্চার সংমিশ্রণ ঘটে যায়, যার ফলে ইউরোপের রেনেশাঁর পথ প্রশস্ত হয়।

(ii) ইউরোপীয় চিন্তন জগতে পরিবর্তন :

রেনেশাঁর কারণ হিসাবে ইউরোপীয় চিন্তন জগতে পরিবর্তনের কথা বলা যায়। ১৪৫৩ খ্রীঃ পর থেকে ইউরোপীয় চিন্তন জগতে পরিবর্তন শুরু হয়। এই পরিবর্তন এসেছিল। প্রাচীন সাহিত্য থেকে এতদিন বজাই ছিল সমাজের মেল বন্ধন। কিন্তু এখন এই জায়গায় সাহিত্য, শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রবেশ করে। আর এর ফলে ইউরোপীয় মনো জগতে পরিবর্তন আসে।

Scanned by CamScanner

(iii) **বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভূমিকা :**

ইউরোপ তথা ইতালির রেনেশাঁর প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে ইতালিতে বেশ কিছু নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। কোপানিকাস, টাইকো, ব্রাহে, কেবলার, গ্যালিলিও প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের চিন্তাধারার প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। আর এই চিন্তাধারায় প্রসারণই রেনেশাঁর ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

(iv) **ইতালির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :**

ইউরোপের রেনেসাঁর সংগঠনের ইতালির সামাজিক অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমির কথা বলা যায়। ইতালির নগরগুলিতে আর্থিক সমৃদ্ধির কারণেই পরিবর্তন এসেছিল। তাছাড়া ইতালির সমাজ বহু প্রাচীন পণ্ডিত ও তাদের সাহিত্যকে সমাদার করতে থাকে। তাছাড়া ইতালি ছিল ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকেও উল্লেখযোগ্য। এগুলি নবজাগরণের দ্রুতিকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল।

(v) **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :**

জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি রেনেশাঁর পটভূমি হিসাবে কাজ করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহু পণ্ডিত জমির উদ্ধারে প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। এর সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছিল, কৃষি প্রযুকিতর উন্নতি। এগুলি রেনেসাঁর তরান্বিত করেছিল।

(vi) **মুদ্রণ যন্ত্রের আবিস্কার :**

১৪৩৮ সালে জার্মানির মেইনভা শহরে গুটেনবার্গ ছাপাখানা আবিষ্কার করলে ইউরোপীয় জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। চাপাখানার মাধ্যমে বাইবেল বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হতে থাকে। তাছাড়া অন্যান্য বহু পুরাতন পুথি ও পাণ্ডুলিপির পুনরুদ্ধারের কাজ এগিয়ে যায়। মুদ্রণযনন্ত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বল্প ব্যায়ে তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম হয়। এর ফলে মানুষের মনোজগতে পরিবর্তন আসে।

(vii) **ধর্মসংস্কার আন্দোলন :**

মুদ্রণযন্ত্রের আবিস্কারের সূত্র ধরে ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলন দেখা যায়। আর এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনই ইউরোপের রেনেশাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে রাজ করেছিল। ধর্মসংস্কার আন্দোলন ইউরোপে মানবতাবাদের জন্ম দিয়েছিল। এই মানবতাবাদ ছিল রেনেশাঁর প্রাণশক্তি। এই কার্যে ইউরোপে রেনেশাঁর ক্ষেত্রে প্রস্তুত হয়েছিল।

(viii) **রেনেশাঁর সময়কাল :**

সাধারণভাবে পঞ্চদশ শতাব্দী রেনেসাঁ যুগ বলে চিহ্নিত হলেও মনে রাখা দরকার যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে রেনেশাঁ উদ্ভব হয়নি। বলতে গেলে দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই ইউরোপের চিন্তাধারা পরিবর্তন শুধু হয়। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে এই চিন্তাধারা আরো গভীর ও ব্যাপকভাবে ইউরোপের সম্প্রদায়কে উদ্ভব করে তোলে। এরপর পঞ্চদশ শতাব্দী মাঝামাঝি সময়ে ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে তুর্কিদের দ্বারা পূর্বরোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের আবিস্কৃত হলে ঘোষণা করে গ্রীক এবং রোমান মনীষিগণ তাদের প্রাচীন

Scanned by CamScanner

(i) নতুন শিল্পরীতি :

রেনেসাঁ যুগের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি সঙ্গে সামযস্য রেখে ইটালিতেই প্রথম এই শিল্পরীতি গড়ে ওঠে। স্থাপত্য ভাস্কর্য্য এবং শিল্পকলার দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে। দীর্ঘকাল ইটালীয় উপদ্বীপে রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব থাকলেও অবনৈতিক দিক থেকে ইটালির অধিকাংশ শহরেই ছিল। সমৃদ্ধ, ভেনিস, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স ইত্যাদি শহরগুলি ছিল ভূমধ্যসাগরীয় বানিজ্যের স্বরূপ। ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে কনস্ট্যানটিনোপলের পতনের পর সেখানকার অধিকাংশ শিল্পী ইটালির এইসব শহরগুলিতে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। এইসব কারণেই ইটালীতে ধর্মের প্রভাব মুক্ত এক নতুন শিল্পরীতির জন্ম হয়। যা ছিল ইটালীয় রেনেসাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রেনেসাঁ যুদ্ধের শিল্পীগণ : যে সব শিল্পীদের মাধ্যমে ঐ সময় ইটালীতে এক দ্রুত শিল্পরীতির জন্ম হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

১। লিওনাদৌ-দা-ভিঞ্চি :

রেনেসাঁ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পি হলেন লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি এ যুগে তিনি ছিলেন এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তিনি একধারে ছিলেন শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিক চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য প্রতিক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। সঙ্গীত শিল্পেও তাঁর অসাধারন প্রতিভা ছিল। তাঁর শিল্পশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শণ 'মোনালিসা' এবং লাস্টসাপার লিওনার্দো ভিঞ্চির এই দুটির চিত্র আজও জগৎ বিখ্যাত হয়ে আছে। এই দুটি বিখ্যাত চিত্র ছাড়াও তিনি অসংখ্য প্রতিযুক্তি এবং প্রাকৃতিক চিত্র অঙ্কন করেছেন। ইউরোপে বিভিন্ন যাদুঘরে অদ্ভুত নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দা ভিঞ্চি অবদান :

লিওনাদৌ-দা-ভিঞ্চির প্রতিভা কেবলমাত্র চিত্রশিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যেও তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালি ছিলেন। রোমের সেন্ট পিটার চার্চের নির্মাণ কৌশল এবং এর অলঙ্করণ আজও তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করেন। চার্চের গায়ে বিভিন্ন প্রকার চিত্র অঙ্কন করেও তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ধাতু মূর্তি নির্মাণেও তিনি ছিলেন অসম্ভব পারদর্শী।

বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্পে দ্যাভিঞ্চির অবদান :

শিল্পী হিসাবে সমাধিক প্রসিদ্ধ হলেও লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ছিলেন সে যুগের একজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তাঁর অঙ্কিত বৈজ্ঞানিক চিত্রগুলির উপর ভিত্তি করেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন যন্ত্র নির্মিত হয়েছিল। তাঁর বৈজ্ঞানিক চিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বয়ন যন্ত্র, উড্ডয়ন যন্ত্র। পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিকগণ এই সব চিত্র বা নক্সগুলি দেখে অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। মোট কথা লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি বিজ্ঞান এবং শিল্পের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন করে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন।

মাইকেল অ্যাঞ্জেলো :

রেনেসা যুগের আর একজন শিল্পী হলেন মাইকেল অ্যাঞ্জেলো। দা ভিঞ্চির মতো তিনিও চার্চের অনুকরণ শিল্পে

Scanned by CamScanner

পারদর্শী ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি হল—সিস্টাইন চার্চের উপর অঙ্কিত লাস্ট জাজমেন্ট। এছাড়া রোমে ভ্যাটিকান প্রাসাদের অভ্যন্তরেও তিনি অসংখ্য চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। রোমের সেন্টপিটার চার্চের গম্বুজের নক্সাটি তিনি অঙ্কন করেছিলেন। তাঁর চিত্র শিল্পের আর একটি নিদর্শন হল ফ্লোরেন্স শহরে অঙ্কিত ডেভিডের মস্তক নামে একটি চিত্র। তিনি মধ্যযুগের ধর্ম বিশ্বাস এবং ভাব ধারাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করে বরং প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ভাবধারার সঙ্গে এর সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করেছেন।

ব্যাদায়েন :

রেনেসা যুগে আর একজন প্রতিভাবান শিল্পি হলেন ব্যাদায়েন। প্রথমে তাঁর শিল্পের ভাব ধারা ছিল লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ও মাইকেল অ্যাঞ্জোলোর ভাবধারার বিপরীতে। কিন্তু পরে ভিঞ্চিকে অনুকরণ করেই তিনি তার শিল্প সৃষ্টি করেছেন। তাঁর শিল্পের নিদর্শনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ম্যাডোনার বিভিন্ন চিত্র। চিত্রগুলি একদিকে যেমন সৌন্দর্যের প্রতীক অন্যদিকে তেমনি পবিত্রতার প্রতীক।

বত্তিচেলি :

রেনেসা যুগের কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির শিল্পি হলেন বত্তিচেলি। তাঁর শিল্পগুলির মধ্যে একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব শিল্পরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। 'বার্থ অব ভেনাস' নামে অঙ্কিত একটি চিত্রই হল তাঁর শ্রেষ্ঠ চিত্র। তাঁর এই চিত্রের মধ্যে সমসাময়িক যুগের অন্য কোনো শিল্পিরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।

■ রেনেসা যুগে জ্যোতিবিজ্ঞান :

রেনেসা পর্বে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার চরম উন্নতি ঘটে। সৌরমণ্ডল সম্পর্কে নতুন নতুন তত্ত্ব যেমন সূর্য কেন্দ্রীক, সৌর কলঙ্ক, নতুন নতুন নক্ষত্রের আবিষ্কার প্রভৃতির ক্ষেত্রে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী একাধিক বৈপ্লবিক আবিষ্কারের স্বাক্ষর বহন করেন। এই বিভিন্ন জ্যোতিবিজ্ঞানীরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

ষড়ষশতাব্দীর এক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ হলেন নিকোলাস কোপানিকাশ (১৪৭৩-১৫৪৩)। তিনি প্রথম বলেন যে সৌর জগতের কেন্দ্রে সূর্যের অবস্থান এবং পৃথিবী তার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে। ১৫১৪ খ্রীঃ 'A Little Commentry' গ্রন্থে তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁর এই আবিষ্কার কোপানিকান বিপ্লব নামে পরিচিত। তাঁর এই তত্ত্ব বাইবেল বিরোধী হওয়ায় তাকে ক্যাথলিক চার্চের নির্দেশে হত্যা করা হয়।

ডেনমার্কের জ্যোর্তিবিদ টাইকো ব্রাহে ১৫৪৬-১৬০১ কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে সমর্থন করেন। তিনি প্রথম উরালবার্গ শহরে একটি মান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তিনি পৃথিবীর স্থির তত্ত্বে আস্থাশীল ছিলেন। তিনি আবিষ্কার করেন মঙ্গল গ্রহ বৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে না। সূর্যের নিকটবর্তী হলে তার গতিবৃদ্ধি পাই। ১৫৭৪ খ্রীঃ তিনি রচনা করেন 'De Nova Stella'.

রেঁনেসা পর্বে আরও একজন জ্যোতির্বিদ হলেন জার্মানির জোহানিস ক্যাপলাস (১৫৭১-১৬৩০ খ্রীঃ) তিনি কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে সংশোধন করেন এবং বলেন সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীসহ গ্রহগুলি উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে। ১৬০৯ খ্রীঃ তিনি জ্যোর্তিবিদ্যার উপর 'The New Astronomy' গ্রন্থে Platenary Motion সংক্রান্ত দুটি সূত্র তুলে ধরেন।

Scanned by CamScanner

রেনেসার যুগে আরও একজন বিখ্যাত জ্যোর্তিবিদ হলেন গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২)। তিনি টেরিস্কোপ আবিষ্কার করেন ও কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে সমর্থন করেন। তাঁকে আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। 'The Starry Messenger' গ্রন্থে তিনি বলেন বৃহস্পতির পৃথিবীর মতো ৪টি চাঁদ আছে। তিনি কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে সমর্থন করলে ইনকুইজিশন আদালতে তাঁর বিচার শুরু হয়। পরে নিজের মতবাদকে ভুল ঘোষণা করলে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

ডমিনিকান সন্ন্যাসী ও দার্শনিক জিওদানো ব্রনো (১৫৪৮-১৬০০ খ্রীঃ) ছিলেন রেনেসা পর্বে আরও একজন জ্যোতির্বিদ। তিনি কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে সমর্থন করেন। বাইবেল বিরোধী তত্ত্ব প্রচারের জন্য। যাই হোক শেষ পর্যন্ত কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে প্রমাণ করেন আইজাক নিউটন এইভাবে রেনেসা পর্বে কোপার্নিকাসের যে তত্ত্বের সূচনা করেছিলেন তা হয় আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার মূল ভিত্তি।

■ রেনেশাঁস শিল্পকলা :

রেনেশাঁস তথা মানবতাবাদের প্রভাব মানুষের জগতে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। এই পরিবর্তনে প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় শিল্পকলায় বা চিত্রকলায় এই শিল্পকলার ৩টি দিক ছিল ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পি। ১৩৫০-১৫৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্য ইতালি শিল্পে পুনরুদ্ধারন ঘটেছিল। সমকালীন মানুষ একে প্রাচীন আদর্শে প্রত্যাবর্তন ও প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল বলে মনে করত। রেঁনেসা শিল্পে আরো দুটি বৈশিষ্ট্য হল শিল্পীর বহুমুখী দক্ষতা ও ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতা। রেনেশাঁস শিল্পীরা ম্যাডোনা, পিয়েতা, ক্রুশারোহন, সন্তদের প্রতি মুর্তি তৈরি করেছেন।

নিচে রেনেশাঁস যুগে ৩টি দিক আলোচনা করা হল—

১। **স্থাপত্য :** রেনেশাঁ যুগের মূখ্য স্থাপতি ছিলেন ব্রুনেলস্কি, তিনি রোমান গথিক স্থাপত্য রীতির পরিবর্তে যে নতুন ধাবার সন্ধান দেন তাতে গ্রীক মন্দিরের স্টাইলে কলম ও আর্চ ব্যবহার করার রীতি গড়ে ওঠে। রোমের সেন্ট পিটার গীর্জায় ব্যামিলিকায় র‍্যাফোয়েল, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, পাল্লাদিও, ক্রমান্তি, প্রমুখ নতুন ভাবধারার সাথে পরিচিত ছিলেন। বস্তুত প্রাচীন গ্রীক ও রোমান স্থাপত্য রীতির ইতালিতে নতুনভাবে পুনরুত্থিত হয়।

২। **ভাস্কর্য :** স্থাপত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর্য শিল্প দারুনভাবে বিকশিত হয়েছিল। দোনাতেল্লো মূর্তি গঠন করার ক্ষেত্রে সঠিক দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পরিধী সংক্রান্ত ধারনা আবিস্কার করেন। লুকাদেল্লা ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে টালির উপর কারুকার্যের শিক্ষা দেন। ফ্রান্সে ক্যাথিড্রালে যেসব সন্তমূর্তি দেখা যায় সেখানে শরীর সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব আছে। কিন্তু মুখগুলি ছিল বাস্তব। অন্যদিকে রেনেসাঁ ভাস্কর্যের কৃতিত্ব হলো কুলুজ্জিও ফ্রেম থেকে শিল্পীরা মূর্তিকে স্বাধীন করে দিয়েছিল। দোনাভেল্লোর ডেভিও এক সুন্দর জীবন্ত মানুষ অন্যদিকে মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর ডেভিও এক তৃপ্ত যুবক।

৩। **চিত্র শিল্প :** রেঁনেশাঁ যুগের চিত্রশিল্প প্রাচীন যুগকে বহু পিছনে ফেলে দিয়েছিল। তাঁর ছবিতে বাস্তবতা এনেছিলেন। কিন্তু তাঁর শরীরে কোন সংস্কার বিদ্যার প্রেক্ষিত ছিল না এগুলির মধ্যে আছে ছন্দ, শান্ত, মহিমা, গভীর সংযম এবং বস্তুর চেয়ে বাস্তবতা। এর সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন পরিপ্রেক্ষিতে। ব্রানকাচ্চি চ্যাপেলের সন্ত পিঠারের মোস্কোতে প্রত্যেক চরিত্রের চোখ মুখের আদল, বেশ ভুষা, দাঁড়ানোর ভঙ্গি, প্রেক্ষিতের প্রসাদ, গিরিমেল আলোছায়া ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে। 'কনোনেশন্ অফ ম্যাডোনা' ছবিতে মেরির অন্তর্নিহিত সুন্দর্য ও ভাব ফুটে ওঠে।

Scanned by CamScanner

শিল্পি : মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি ও র‍্যাফাইল ছিলেন রেনেসাঁ যুগে তিন উল্লেখযোগ্য শিল্পী, লিওনার্দো ছবিতে আনেন নতুন অপূর্ব অঙ্কন ও শরীরে সংস্থানে। গাছপালা, পশুপাখি এইসব নিয়ে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ও লিওনার্দোর ছবি গড়ে ওঠে। জ্যামিতিক অঙ্কনের অপূর্ব নিদর্শন হলো 'দ্যা লাস্ট সাকার' বা 'অন্তিম ভোহ' মোনালিসার ছবি ও মূর্তিগুলি ছিল সত্যের প্রতীক। তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন আত্মিক স্বন্দ, সীমাবদ্ধতার যন্ত্রণা ও মুক্তির ব্যাকুলতা। র‍্যাফাইল খ্রীস্টান ধর্মের সঙ্গে মিলিয়েছেন প্যাগান সৌন্দর্য।

উপসংহার : রেনেশাঁর শিল্প ছিল মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান। স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় শিল্পীরা পরিপূর্ণ জীবনের জয়গান গেয়েছেন। দৈহিক সৌন্দর্যের অন্তরালে আত্মিক সৌন্দর্যের কথা বলেছেন। সত্যের পরিক্ষা নিরিক্ষার সঙ্গে মিলিয়েছেন আনন্দকে। সাধারণভাবে ধরা হয় রেনেশাঁ শিল্প বাস্তববাদী। বাস্তববাদীর অবশ্যই ছিল তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্রামিকাল শৈলী, প্রকৃতির অনুকরণ, গাথিক ঐতিহ্য রোমান স্থাপত্য ও নতুন প্রেক্ষিত। শরীর সংস্থান, দর্শন, বিজ্ঞান রেনেশাঁর শিল্পে মিশে গিয়েছিল।

■ রেনেশাঁস সাহিত্য চর্চা :

নবজাগরণের যুগছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবজাগরণ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সাহিত্যের সঙ্গে মানবতাবাদী সাহিত্যিকগণ চতুর্দশ ও পঞ্চাদশ শতকে প্রাচীন সাহিত্যিক চর্চা ও একই সঙ্গে গ্রিক, ল্যাটিন সাহিত্য চর্চা করেছেন। ধ্রুপদী সাহিত্যের আঙ্গিক নবজাগরণের ধারাকে নতুন সাহিত্য প্রভাবিত করেছিল রেনেশাঁর সাহিত্য মানবতাবাদী হওয়ায় সে সময়ে এর মূল্য বৈশিষ্ট্য ছিলেন স্থানীয় শাসক, রাজা ও অভিজাত শ্রেণী। এই সময়ে সাহিত্য চর্চার মূল কেন্দ্র ছিল ফ্লোরেন্স, ভেনিস, রোম, বর্গাণ্ডি, উবিনো ইত্যাদি। আধুনিক সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল রেনেশাঁর সাহিত্য থেকে।

রেনেশাঁর সাহিত্যিকগণ ও তাদের সাহিত্য :

রেনেশাঁর সময়কাল ইউরোপে বিভিন্ন সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। তারা ছিলেন মানবতাবাদী সাহিত্যিক, তাঁদের সাহিত্যের কর্মকাণ্ডে মানবতাবাদী বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। নিচে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও তাঁদের সাহিত্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

(i) **দান্তে (১২৬৫-১৩২১ খ্রীঃ) :** দান্তে ছিলেন আধুনিক ইতালীয় ভাষা ও সাহিত্যের স্রষ্টা। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হল 'ডি ডাইন কমেডি' (Divina comedic)। সমকালীন ইতালীয় রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল এই গ্রন্থের মূল বিষয়। তিনি মানুষের ক্ষমতাকে বড়ো করে দেখেছিলেন। তাঁর আরো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল কন ভিডিও ও ভিটা নুয়োভা।

(ii) **পেত্রার্ক (১৩০৪-৭৪ খ্রীঃ) :** চতুদর্শ শতাব্দীর আরো একজন ইতালীয় কবি ছিলেন পেত্রার্ক। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ছিল প্রেম। তাঁর একটি বিখ্যাত প্রেমের কবিতা হল 'লে রাইম' (Le Rima) তাঁর অপর একটি কাব্যগ্রন্থ হল ট্রায়াম্ফাস (Triumphs).

(iii) **বোকাচ্চিও (১৩১০-৭৫ খ্রীঃ) :** এই যুগের আরো একজন বিখ্যাত কবি ও গল্পকার ছিলেন বোকাচ্চিও। তিনি ছিলেন পেত্রার্কের সমসাময়িক ও বৃদ্ধ। তাঁর বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ হল 'ডেকামেরন'। ১৩৪৮ সালে প্লেগের পটভূমিকায় কাব্যটি রচিত।

Scanned by CamScanner

(iv) ইরাসমাস (১৪৬৫-১৫৩৬ খ্রীঃ) : ইরাসমাস রটারডাম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্যাথলিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর অনাচার ও দুর্নীতির বিরোধী চিলেন। তিনি খ্রীস্টধর্মের নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'হান্ড বুক অফ খ্রিস্টান সোলজার'।

(v) ব্যাবেল (১৪৯০-১৫৩৩ খ্রীঃ) : ব্যাবল ছিলেন ফ্রান্সের সাহিত্যিক। তিনি তাঁর গ্রন্থ হিরোয়িক ডেপস-এ সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও নৈতিকতার উপর জোর দিয়েছিলেন।

(vi) ম্যাকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭ খ্রীঃ) : ইতালির ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন প্রিন্স ম্যাকিয়াভেলি। তিনি ইতালির রাজনৈতিক দুর্দশা মোচনের কথা বলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'দ্যা প্রিন্স' এ এরই প্রতিফলন ঘটেছে।

(vii) ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬ খ্রীঃ) : ফ্রান্সিস বেকন ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ অ্যাডভান্সমেন্ট অফ ল্যনিং এবং নোভাম অরগানাস সমকালীন ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক সংকট সম্পর্ক রচিত।

(viii) জিওফ্রে চসার : চসারের বিখ্যাত গ্রন্থ ক্যান্টার বেরী টেলস। এটি তাঁর সাধারন কর্মজীবন ও চিন্তাধারার উপর রচিত।

(ix) স্পেনসার : নবজাগরণের যুগে এক উল্লেখযোগ্য মানবতাবাদী হলেন স্পেনসার। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'ফেয়ারী কুইন'।

(x) সেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬ খ্রীঃ) : এলিজাবেথের যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হলেন উইলিয়াম সেক্সপিয়ার। তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের বিখ্যাত সাহিত্যিক। মানব ভিষয়ক বিষয় নিয়ে তিনি সাহিত্য রচনা করেন। তাঁর সাহিত্যের মূল প্রতিফলন বিষয় হল মানবতাবাদ ও দেশপ্রেম।

(xi) সারভেন্টাস : সারভেন্টাস ১৫৪৭ খ্রীঃ স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন স্পেনের অন্যতম মানবতাবাদী সাহিত্যিক। তাঁর রচনার বিষয়বস্তু ছিল হাস্যকর কাহিনী। ব্যঙ্গ রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি মধ্যযুগের নাইটদের কটাক্ষ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডন কুইকজোট'।

রেনেশাঁর যুগে শিক্ষাব্যবস্থা :

Scanned by CamScanner

■ ইতালিয় রেনেশাঁ :

ইউরোপে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ঘটেছিল এক আমূল পরিবর্তন এই পরিবর্তনকে বলা হয় নবজাগরণ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চতুর্দশ শতাব্দীতে শুরু হওয়া ইতালির নবজাগরণ। ইতালির নবজাগরণকে কেন্দ্র করে সমগ্র ইউরোপে নবজাগরণ তরান্বিত হয়েছিল। দেখা দিয়েছিল এক নতুন ধরনের সংস্কৃতি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় দেখা দিয়ে ছিল পরিবর্তন। এছাড়া চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য এবং সাহিত্যে ঘটেছিল আমূল পরিবর্তন। ইতালির এই নবজাগরণে নানা উপাদান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করেছিল। তার মধ্যে অন্যতম হল নগর রাষ্ট্রের ভূমিকা।

ইতালির জেনোয়া, পিসা, ভেনিস, মিলনে ও ফ্লোয়েন্সসহ বিভিন্ন নগরগুলিতে এক নতুন আদর্শ উদ্ভাসিত হয়। নগরগুলির বানিজ্যিক ও আর্থিক গতি বেড়ে যায়। নগরের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যে এক বিশাল পরিবর্তন দেখা যায়। নবজাগরণের এই পরিবর্তনকে আরো ত্বরান্বিত করেছিল। বলা হয় যে ইতালির রেনেশাঁসে স্বাধীন নগরগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ইতালির নগরগুলি বেশীর ভাগই ছিল প্রজাতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক নগরগুলিতে নাগরিকদের আবিষ্কার ছিল বিশেষ লক্ষ্যণীয়। এই অধিকার সচেতনতা বোধ ব্যাক্তি স্বাতন্ত্রবাদকে বাড়িয়ে তুলেছিল। ইতালির নগরগুলি বানিজ্যিক কেন্দ্র হওয়াই সহজেই সংস্কৃতি বহন করতে সম্ভবপর হয়। যে সংস্কৃতি ইতালিতে এনেছিল ব্যাপক পরিবর্তন ঐতিহাসিক ওয়েবাব বলেছেন যে, রেনেশাঁর ফলে ইতালির নগরগুলি উন্নতি হয়। নগরগুলিতে এক নতুন সংস্কৃতি ও একটি নতুন গোষ্ঠী নবজাগরণে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। শ্রমজীবি শ্রেণি ও অভিজাত বর্গদের নিয়ে একটি নতুন শ্রেণী তৈরি হয়েছিল এই নতুন শ্রেণী ব্যবসা বানিজ্যর বিকাশে সাহায্যে করেছিল। তাছাড়া শহরগুলিতে উন্নতধরনের শিল্প গড়ে উঠেছিল। এর ফলে রাজস্বের হার বৃদ্ধি পায়। ইতালির রেনেশাঁর গতি বাড়তে থাকে।

ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় ইতালি অগ্রীন ভূমিকা পালন করেছিল এবং ইতালিতে শুরু হয়েছিল রেনেশাঁর প্রথম চর্চা। এক্ষেত্রে ফ্লোরেন্স উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু প্রথম ইতালিতে মুক্তচিন্তার প্রকাশ ঘটল কেন? ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রে কেন ঘটল না? এ ব্যাপারে কতগুলি কারণ আলোচনা করা যেতে পারে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সামন্ততন্ত্রে বিপন্ন হলেও ইতালিতে ছিল এর ব্যাতিক্রম। এর ফলে ইতালির নগরায়ন-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ।

ক্রুসেডের কারণে ইতালির নগর ও বন্দরগুলি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। যার ফলে ইতালির নগর রাষ্ট্রগুলি শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সম্পদের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। এই সম্পদই রেনেশাঁকে তরান্বিত করেছিল।

ইতালি নগর রাষ্ট্রের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বুদ্ধিজীবিদের বাস, ব্যাবসা, বানিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইতালিতে সাংস্কৃতিক প্রসার ঘটে। এই সাংস্কৃতিক প্রসার নবজাগরণের দিক চিহ্ন ছিল। এই সময়ে ইতালির রেনেশাঁস ছিল মূলত নগর কেন্দ্রিক। হোমসের ভাষায় বলা যায়—"The Renaissance...was a product of the life of the Italian cities".

ইতালির নগর রাষ্ট্রে, নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা রেনেশাঁস ঘটাতে সাহায্যে করেছিল। ইতালির নাগরিকরা ছিল অধিকার সচেতন ও স্বাধীনতা প্রিয়। তাদের আদর্শ ছিল প্রাচীন নগর রাষ্ট্র। সেই আদর্শ থেকে তারা নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে

Scanned by CamScanner

পেলো। নিজস্ব আইন আদালত, প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সেনাবাহিনী গঠন করে ইতালির নগর রাষ্ট্রগুলি রেনেসাঁস বিকশিত করতে সাহায্য করেছিল।

ইতালির নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ফ্লোরেন্স ছিল সর্বাধিক উজ্জ্বল। এখানে প্রাচীন আদর্শের সবচেয়ে বিকাশ ঘটেছে নবজাগরণ শুরু হয়। এখানে মেডিচি পরিবারের উত্থান ঘটলে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ঘটে। বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনাও বৃদ্ধি পায়। এমন কি সংস্কৃতিক দিক থেকেও নতুন পথ দেখা যায়। এইভাবে ফ্লোরেন্স নবজাগরণ সূচনা হয়।

ইতালির রেনেসাঁসের বিকাশের মূল সেখানকার নগর রাষ্ট্রগুলির প্রজাতান্ত্রিক প্রশাসন ও ধ্যান ধারনা কথা বলা যায়। ইতালিতে শুরু হয় নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এই প্রশাসন ছিল অনেক বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক। এখানে সাধারণ মানুষের স্থান দেওয়া হয়েছিল। এই আদর্শ নবজাগরণের দিক চিহ্ন খুলে দিয়েছিল।

এই সময়ে ইতালির নবজাগরণের মধ্যে নাগরিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। যা নবজাগরণের বিকাশে সাহায্য করেছিল। এই সময়ে অ্যারিস্টটলের আদর্শে শিক্ষাদর্শ ও মানবতাবাদের পুনর্জীবন ঘটেছিল।

ইতালি খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের পীঠস্থানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় দুটি ধর্মের ভাবের ও ধ্যান ধারনার আদান প্রদান সম্ভব হয়েছিল। এর ফলে নবজাগরণ বিকশিত হয়েছিল।

প্রাচীন রোমের গৌরব ইতালিতে নবজাগরণের বিকাশ ঘটিয়েছিল। সুবর্ণযুগের পুরাকীর্তি ও ধ্বংসাবশেষ ইতালিতে রেনেসাঁস ঘটাতে সাহায্য করেছিল। ধ্রুপদী বা প্রাচীন সংস্কৃতিক চর্চা-এর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

১৪৫৩ খ্রীঃ কনস্টান্টিনোপেলের পতনের পরে বহু বাইজানটিয়ান গ্রীক পন্ডিত তাঁদের পুঁথিপত্র নিয়ে সাংস্কৃতিক চর্চার পীঠস্থান ইতালিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই গ্রিক পন্ডিতদের সংস্পর্শে প্রাচীন বিদ্যাচর্চা নতুন রূপ লাভ করে।

■ **ইটালীর বাইরে রেনেসাঁস :**

Scanned by CamScanner